বর্ণালী
অজয় কর পরিচালিত • ডি • আর • প্রোডাকসন্স - এর নিবেদন

দেবেশ ঘোষের প্রযোজনায়

ডি, আর, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

ঃ পরিচালনা ঃ

অজয় কর

কাহিনী ঃ সুবোধ ঘোষ · সঙ্গীত ঃ কালীপদ সেন · চিত্রনাট্য ঃ হীরেন নাগ · গীতিকার ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় · চিত্রশিল্পী ঃ বিশু চক্রবর্ত্তী S. C. I. · শব্দ-গ্রহণ ঃ অতুল চ্যাটার্জি, দেবেশ ঘোষ · সঙ্গীত-গ্রহণ ঃ সত্যেন চ্যাটার্জি · আবহ-সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ · চিত্র সম্পাদনা ঃ সন্তোষ গাঙ্গুলী · শিল্প-নির্দ্দেশনা ঃ কার্ত্তিক বসু · প্রধান-কর্ম্মসচিব ঃ ক্ষিতীশ আচার্য্য · চিত্র-পরিস্ফুটন ঃ আর, বি, মেহতা · ব্যবস্থাপনা ঃ বাসু ব্যানার্জী · রূপসজ্জা ঃ প্রাণানন্দ গোস্বামী

কণ্ঠ-সঙ্গীতে ঃ রুমা গুহ ঠাকুরতা, আরতি মুখার্জী 'যখন ভাঙলো মিলন মেলা' (রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় · শর্ম্মিলা ঠাকুর · পাহাড়ী সান্যাল · কমল মিত্র · হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় · এন্ বিশ্বনাথন্ · মণি শ্রীমানী প্রীতি মজুমদার · ছায়া দেবী সীতা মুখার্জী · স্মিতা সিংহ · গীতালী রায় · কুম্‌কুম্ বোস · কৃষ্ণা কর · খগেশ চক্রবর্ত্তী প্রণব রায় · গুরুদাস মুখার্জী · ক্ষিতীশ আচার্য্য · অমল রায় চৌধুরী · শিবু দত্ত অভিনীত

● সহকারীবৃন্দ ●

প্রধান-সহকারী-পরিচালক ঃ হীরেন নাগ · সহকারী পরিচালক ঃ নরেশ রায়, স্বদেশ সরকার · চিত্রশিল্পে ঃ কে, এ, রেজা, নির্ম্মল মল্লিক, শক্তি ব্যানার্জি · শব্দগ্রহণে ঃ রথীন ঘোষ, সৌমেন চ্যাটার্জি, বীরেন নস্কর · চিত্র সম্পাদনায় ঃ অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য · শিল্প-নির্দ্দেশে ঃ সূর্য্য চ্যাটার্জি · ব্যবস্থাপনায় ঃ গোপাল দাস · রূপসজ্জায় ঃ পরেশ দাস

চিত্র পরিস্ফুটনে ঃ অবনী রায়

পটশিল্পী ঃ নব কুমার কয়াল, বলরাম চ্যাটার্জি, সেটিংস, সাজেদ রহমান, বিশা, গুন · আলোক সম্পাত ঃ দুলাল শীল, শম্ভু ব্যানার্জি, নিতাই, হরিপদ, শৈলেন, জগু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ কমল দে (মোবালিটি), কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান, গ্র্যাণ্ড স্মিতি কোং, এইচ, পি, কনোই

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ও টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে চিত্র পরিস্ফুটিত ও ওয়েসট্রেক্স শব্দযন্ত্রে আবহ সঙ্গীতাংশ গৃহীত ও শব্দ পুনঃযোজিত

প্রচার ঃ ফণীন্দ্র পাল · প্রচার শিল্পী ঃ পূর্ণজ্যোতি · স্থির-চিত্র ঃ ক্যাপস্

কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া, হইতে মুদ্রিত

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

ত্রিদিব সরকারের মেয়ের বিয়ে। মানী আর ধনী লোক এই ত্রিদিব সরকার। কাঞ্চন-কৌলিন্যে তিনি মানুষের মূল্য যাচাই করেন।

এ হেন মানী মেশোমশাইয়ের মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে অশেষ বাড়ীর নম্বর ভুল করে নিমন্ত্রণ করে বসলো নগন্য স্কুলমাষ্টার বিমান চৌধুরীকে—মানী তো দূরের কথা, যিনি ইনকম্‌ট্যাক্সের আওতায় পর্য্যন্ত আসেন না।

ত্রিদিব সরকার ক্ষুব্ধ, বিরক্ত; অশেষকে হুকুম করলেন আবার গিয়ে সেই মাষ্টারের নিমন্ত্রণ বাতিল করে দিয়ে আসতে।

আশ্চর্য্য এই বিমান চৌধুরীর পরিবারের লোকগুলো—কোন অপমান জ্ঞানই যেন তাদের নেই। একবার নিমন্ত্রণ করে আবার তা প্রত্যাহার করা হলো, এটা যেন খুবই সহজ সাধারণ একটি ব্যাপার—যেন দোষটা আসলে তাদেরই— ত্রিদিব সরকারের নয়।

ফিরে গেল অশেষ—একটি সাধারণ সংসারের অসাধারণ ভদ্রতার কাছে হার মেনে। এই পরিবারের লোকগুলোর কাছে আবার ফিরে গিয়ে কি বুঝিয়ে দেওয়া যায়না যে পৃথিবীতে সবাই ত্রিদিব সরকার নয়? অকারণে শুধু ভদ্রতা করতে পারে, এমন মানুষ এখনও আছে?

ফিরে এল অশেষ··· দাঁড়াল অন্ধকার গলিটায়, বিমান চৌধুরীর বাড়ীর সামনে।

কাহিনী

অনেক রাত হয়ে গেছে—তবু রাত জেগে পাশের পড়া তৈরী করে যাচ্ছে বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা। লিখতে লিখতে হঠাৎ চমকে ওঠে অলকা—রাত বারোটায় প্রায়-অজানা একজন লোককে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। কী কারণে ভদ্রলোক আবার ফিরে এসেছেন ?

অশেষ জানায় সে এসেছে তার কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে ; এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছে যদি অলকা তার মা'র সঙ্গে কাল অশেষের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়, তবে সে বিশেষ বাধিত হবে।

আবার সন্দেহ ঘনিয়ে আসে অলকার মনে। কী উদ্দেশ্য অশেষের ? তবে কী ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করার ছুতো নিয়ে অলকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছেন ? ... ...একবার যাচাই করে দেখলে কেমন হয় ? যদি উল্টে ভদ্রলোককেই অলকা কাল খাবার নিমন্ত্রণ করে, আর সেই সঙ্গে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে সেই সময়টায় অলকা বাড়ীতে থাকতে পারবেনা, —তাহলে ?

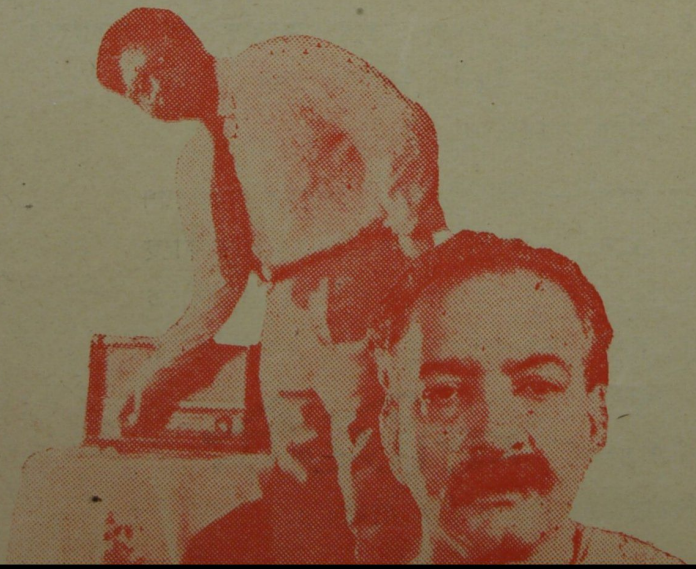

কোন অপমান জ্ঞানই নেই কি অশেষ রায়ের ! ...কেমন সহজেই নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করে ফেল্‌ল ! এমন লোকের ওপর কোন খারাপ সন্দেহ পোষণ করে রাখা সম্ভব নয়। অলকা মন থেকে মুছে ফেল্‌ল সব সন্দেহ আর অবিশ্বাস—অশেষকে

পরম সুহৃদ জেনে অকপটে বলে ফেলে তার জীবনের একটি পরম প্রতীক্ষার কথা। ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষের বাগদত্তা সে—আশায় দিন গুণছে কবে শৈলেশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান আসবে।

ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষ! ... ...চমকে ওঠে অশেষ। তার সঙ্গেই যে মেশোমশায়ের মেয়ের বিয়ে, আর অলকাদের সে বিয়েরই নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল কিনা সে! ... ...কিন্তু কী করা যায়? কী করে এই বোকা সরলবিশ্বাসী মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে সে নেহাতই একটা আলেয়ার পিছনে ঘুরছে।

বিয়ে বাড়ীতে বাজছে সানাই, বাজছে ব্যাণ্ড—জ্বলছে নিওন আলোর মালা। তারই মাঝখানে অলকাকে বাবার হাত ধরে ত্রিদিববাবুর গাড়ী থেকে নামতে দেখে অশেষ চমকে ওঠে। ঝানু ব্যবসায়ী লোক ত্রিদিব সরকার—যখনই জানলেন যে বিশিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বেসর্ব্বা মিষ্টার মুখার্জ্জী বিমান বাবুকে খুব শ্রদ্ধা করেন, তখনি ছুটে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে তাদের এনে হাজির করেছেন বিয়ে বাড়ীতে।

অশেষ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় অলকার সামনে। "আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে—একটু বাইরে চলুন।" অলকা বিস্মিত হয়,—তবু নীরবে এগিয়ে চলে অশেষের সঙ্গে। বাড়ীর বাইরে এসেই অশেষ জানায় শৈলেশ্বর সম্পর্কে খুব জরুরী খবর সে জানে—তবে অলকা যদি তার কথামতো তার বাড়ীতে বেড়াতে যেতে রাজী না হয়, তবে কোন খবরই সে অলকাকে জানাবেনা।

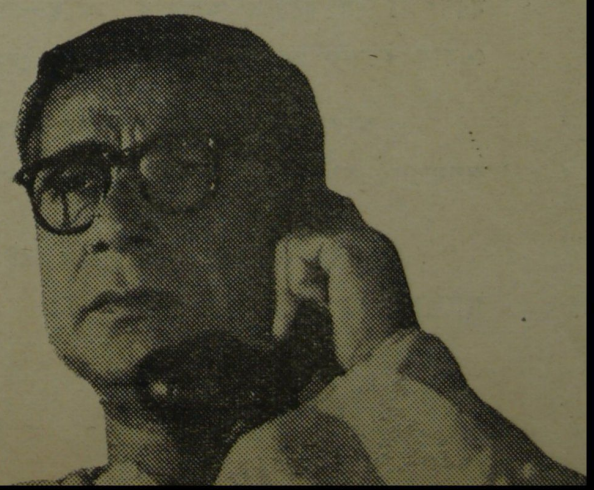

মিনিট ঘন্টা পেরিয়ে যায়—থেকে থেকেই সেই পুরোনো সন্দেহটা জেগে ওঠে অলকার মনে—কেন অশেষ তাকে এই নির্জ্জন বাড়ীতে ডেকে এনেছে? কী তার উদ্দেশ্য? যদি শৈলেশ্বরের খবর জানাবে বলেই

এনেছে, তবে সে খবরই বা জানাচ্ছেনা কেন? ... ... খানিক বাদেই আবার সন্দেহটা ভুল প্রমাণ হয়ে যাওয়াতে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেয়ে যায়।

একটু একটু করে অশেষের সাহচর্য্যটা কেমন যেন ভাল লাগতে থাকে— মনে হয় এই সাহচর্য্যটা আর একটু স্থায়ী হলেই বা ক্ষতি কী? ... ...বিদায়ের ক্ষণটা এগিয়েই আসে... .. দুজনে তখন ভেসে চলেছে ছোট্ট একটি নৌকোয় গঙ্গার বুকে—দূরে আলোকজ্জ্বল মহানগরী, উপরে রাতের আকাশ।

বিয়ে বাড়ীর উৎসব স্তিমিত হয়ে গেছে... ... ... বরের বেশে শৈলেশ্বর যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে... ... সামনে এসে দাঁড়ায় অলকা। এক বিশ্বাসভঙ্গকারী পুরুষের চরম বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনাটা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখে... ... ...কোন প্রতিবাদ জানায় না.. ... তারপর নীরবে চলে যায় বিবাহ বাসর ছেড়ে।

তবু শৈলেশ্বরকেই ছুটে যেতে হয় অলকার কাছে। শৈলেশ্বরের মরণকাঠি যে রয়েছে অলকার কাছে—তার লেখা চিঠিগুলো। যদি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেয় অলকা সেগুলো তুলে দেয় ত্রিদিব সরকারের হাতে?

আর সেই মুহূর্ত্তেই এসে পড়েছে অশেষ—কী করে ত্রিদিব সরকারের অপমানের হাত থেকে অলকাকে বাঁচানো যায় সেকথা ভাবতে ভাবতে।

প্রণয়ের রামধনু রঙে রঙিন এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি মধুর ও বিষাদের আলোছায়ায় ভেসে উঠেছে... ... ...

কে তুমি বনের হরিণ
মনের এই কুঞ্জবনে
সহসা পথভুলে আজ
কখন এলে সঙ্গোপনে ?
কত না কল্পনারি ফাঁদ পেতে যে
যায়নি তোমায় ধরা,
জানিনা কোন্ তিথি আজ নিজেই তুমি
সাজলে স্বয়ংবরা
তোমারি অজান্তে গো
লিখে যাও এ কোন লিপি দুই নয়নে ?
এ হৃদয় প্রহেলিকা,
ভাবতে গেলে অবাক লাগে
কেন সে যায় হারিয়ে
স্বপ্নরাগে ?
নিমেষের একটি দেখা এমনি করে
পরম লগন আনে
পলকের একটি কথাই অমর থাকে
চিরন্তনের গানে ।
প্রণয়ের নূপুর পরে
বলো না ফিরবে তুমি কোন্ চরণে ?

সঙ্গীত

যখন ভাঙল মিলন মেলা
ভেবেছিলাম, ভুলব না আর
চক্ষের জল ফেলা ।
দিনে দিনে পথের ধুলায়
মালা হতে ফুল ঝরে যায়
জানিনেতো কখন এলো
বিস্মরণের বেলা ॥

দিনে দিনে কঠিন হল
কখন বুকের তল
ভেবেছিলাম, ঝরবে না আর
আমার চোখের জল ।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না যে,
ভোলার তলে তলে ছিল
অশ্রুজলের খেলা ।

পরিচালনা • মৃণাল সেন
সুর • হেমন্ত মুখার্জী
কাহিনী • অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
ইলোরা ফিল্মসের
সাবিত্রী • সৌমিত্র • প্রসেনজিৎ • সত্য
অনুপ • চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত
প্রতিনিধি